দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 2 [illegible] 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কাগতিয়া কামিল মাদ্রাসার ৮১তম এ'নামী জলসায় জমিয়াত মহাসচিব

পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকবে না

রাউজান (চট্টগ্রাম) থেকে এম. বেলাল উদ্দিন : বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন মহাসচিব বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যক্ষ আল্লামা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী বলেছেন, লেখাপড়ার জন্য আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কাগতিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ সহজেই যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। যুগশ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল কাগতিয়ার গাউছুল আজমের পৃষ্ঠপোষকতা ও বর্তমান অধ্যক্ষ আল্লামা ছৈয়দ মুহাম্মদ মুনির উল্লাহর কর্মদক্ষতা ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় অনার্স কোর্স চালুসহ মাদ্রাসার বিশাল একাডেমিক ভবন, অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরী নির্মাণসহ অবকাঠামোগত প্রভূত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চোখে পড়ার মতো। আর এরকম পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও আর কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে না, বরং ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে কর্মক্ষেত্রে নিজেদের মেধা ও মননশীলতার স্বাক্ষর রাখতে পারবে। আর বর্তমান তথ্য ও প্রযুক্তির এ যুগে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং দক্ষ আলেম হয়ে ইসলামের শাশ্বত শান্তির বাণী সকলের নিকট পৌঁছে দিতে হলে মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যার কোন বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করে দেশ ও জাতির খেদমতে নিয়োজিত হতে হবে। তাই ভাল লেখাপড়া ছাড়া দেশের খেদমত করার কোন সুযোগ নেই। বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগামীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে টিকে থাকতে কোরআন-হাদীসের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। তিনি কাগতিয়া মাদরাসাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে অন্যতম মডেল হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি গতকাল শনিবার এশিয়াখ্যাত কাগতিয়া এশাতুল উলুম কামিল এমএ মাদ্রাসার ৮১তম এ'নামী জলসায় উপস্থিত হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের উদ্দেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবুল মনছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক আজাদীর সহ-সম্পাদক মুহাম্মদ খোরশেদ আলম, চট্টগ্রাম এলবিয়ন ল্যাবরেটরিজ লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন তালুকদার, গাছবাড়ীয়া সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আবুল হাসান, আহছানুল উলুম জামেয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আল্লামা আবুল বয়ান হাশেমী প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবুল মনছুর বলেন, কাগতিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষার সাথে যুগোপযোগী আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সমন্বয় সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের প্রাচীন এ মাদ্রাসা শিক্ষার মান ও পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুনিরীয়া তবলীগ কমিটি বাংলাদেশ ওলামা পরিষদের সচিব মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম হানফি, মুফতি কাজী আনোয়ারুল আলম ছিদ্দিকি, আল্লামা এমদাদুল হক মুনিরী, আল্লামা মোহাম্মদ আশেকুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ সেকান্দর আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ছাড়াও তাদের অভিভাবক, চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী, এলাকাবাসী এবং সর্বস্তরের হাজার হাজার মুসলমানের উপস্থিতিতে চট্টগ্রামের প্রাচীন কাগতিয়া কামিল মাদ্রাসার বিশাল ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় কাগতিয়া মাদ্রাসাকে একনজর দেখতে ছুটে আসেন। তারা মাদ্রাসার ব্যাপক উন্নয়ন, বিশাল খেলার মাঠ, আল্-ফজল মুনিরী গাউছুল আজম সম্মেলন কক্ষ, আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ) গ্রন্থাগার, ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাবসহ একাডেমিক ভবন ও হোস্টেলের প্রতিটি কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এজন্যে মাদ্রাসার [illegible] পৃষ্ঠপোষক কাগতিয়ার গাউছুল [illegible] অসামান্য অবদান ও বর্তমান অধ্যক্ষ আল্লামা ছৈয়দ মুহাম্মদ মুনির উল্লাহ্ আহমদী'র অক্লান্ত শ্রম, মেধা ও প্রশাসনিক দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভা উপলক্ষে অর্ধ কিলোমিটারজুড়ে সাজ সাজ রব বিরাজ করছিল। ভাসমান দোকানিদের পসরা সাজিয়ে বেচাবিক্রি করতে দেখা যায় প্রতি বছরের ন্যায়। সভা উপলক্ষে বিশাল আয়তনের মাদরাসা ভবনকে সাজসজ্জিত করা হয়েছে। সভা উপলক্ষে মাহফিলে বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামের বয়ান শুনে অনেকে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কাগতিয়া মাদরাসাসহ আশপাশের এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। অনেকে মাদরাসা ফান্ডের জন্য টাকা, ধান, আলু, লবণ, ডালসহ বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্র দান করেন। এ সময় দানকৃত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর দরবারে তাদের দান কবুল হওয়ার জন্য ফরিয়াদ জানান মাওলানা এমদাদুল হক মুনিরী। অনুষ্ঠানে মিলাদ ও কিয়াম শেষে দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি, মাদ্রাসার উত্তরোত্তর উন্নতি এবং মাদ্রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক কাগতিয়ার গাউছুল আজমের দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।